"যদি কেউ নকশালদের সাথে মিলে লড়াই করে বা তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখায়, তো তাতে কি হয়েছে? প্রথমে তোমরা বলছ নকশালদের বিরুদ্ধে অপারেশন পরিচালনা করা হচ্ছে, তারপর বলছ তা নকশালদের প্রতি সহানুভূতিশীলদের প্রতি করা হচ্ছে এবং আবার বলছ সহানুভূতিশীলদের প্রতি সহানুভূতিশীলদের বিরুদ্ধে অপারেশন করা হচ্ছে, এ সব কী হচ্ছে?"

ছত্তিশগড়ে ১০ জন আদিবাসী হত্যা সম্বন্ধে এক আবেদনের শুনানিতে বিচারালয় এই প্রশ্ন করে। যদিও উত্তর হাতরাচ্ছি আমরা, গণআন্দোলনের অসংখ্য কর্মীরা। ভারতবর্ষের জল, জঙ্গল ও জমি সম্পদ চেটেপুটে হজম করার মনমোহিনী দাওয়াই বাতলাচ্ছেন কর্পোরেটদের নয়নমণি পি.চিদম্বরম। অপারেশন গ্রীন হান্ট নামক আদিবাসী শিকার উৎসবের মহড়া চলছে জোরকদমে। গ্রীন হান্টের পাশাপাশি চলছে Witch hunt ডাইনি খোঁজা, চিহ্নিত করা, কালিমালিপ্ত করা, অ্যারেস্ট করা। এক্ষেত্রে মূল লক্ষ্যবস্তু গণআন্দোলন কর্মীরা। সরকারী জনবিরোধী নীতির সমালোচক, পুঁজিবাদের সমালোচক, উচ্ছেদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো মানুষ, অধিকার বুঝে নেওয়া লড়াকু, গ্রীন হান্টের সোচ্চার সমালোচক—সকলেই রাষ্ট্রের চোখে এক পংক্তিতে—সকলেই সম্ভাব্য 'মাওবাদী'।

মনমোহন চিদাম্বরমের ভালোবাসার মানুষ জর্জ বুশ 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' ঘোষণা করেছিলেন, ঘোষণা করেছিলেন 'যারা আমাদের বিরুদ্ধে, তারাই সন্ত্রাসবাদী।' বুশের ভারতীয় বামন সংস্করণ চিদাম্বরম বাতলাচ্ছেন একই মহৌষধ-কর্পোরেট পুঁজি আগ্রাসনের বিরোধিতা মাওবাদের সমার্থক।

কী করেছিল দেবলীনারা—

সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, লালগড় গণআন্দোলনে যে সমস্ত গণসংগঠন ও ব্যক্তি সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল, মাতঙ্গিনী মহিলা সমিতির সম্পাদিকা দেবলীনা ও জয়িতা ছিল তার অন্যতম। প্রতিরোধের বার্তাকে সংশয়হীনভাবে তারা বারবার তুলে ধরেছে, নির্দ্বিধায় হয়ে উঠেছে মিছিলের মুখ। ফলতঃ আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুও হয়েছে বারবার—মাওবাদী তকমা দিয়ে ২০০৮ সালে ৭ই জুন মাতঙ্গিনীর মেসবাড়ী হানা দেয় পুলিশ। জনগণের ব্যাপক প্রতিরোধের মুখে থুথু গিলতে বাধ্য হয়েছিল অবশ্য তখনকার মত।

জাম্পকাটে ২০১০, ২৯ই জুন—সাংবাদিক সম্মেলনে CID প্রতিনিধি জানালেন, সোনারপুরে ধৃত মাওবাদীদের কাছে 'দেবু' উল্লেখিত একটি চিঠি পাওয়া গেছে— এ ব্যাটাই দেবলীনা চক্রবর্তী, পেয়াদা এবার পাকড়াবে তাকে। ধৃত মাওবাদীরাও নাকি বলেছেন 'দেবু'ই হল দেবলীনা। যদিও বিচারব্যবস্থার রায় অনুযায়ী পুলিশী হেফাজতে ধৃতের জবানবন্দীর কোনো গুরুত্বই নেই। যাইহোক পুলিশী বিবৃতিকে আপ্তবাক্য ধরে দেবলীনাকে দাগী প্রমাণ করার 'মহান গণতান্ত্রিক' পোঁ ধরলো কিছু পেটোয়া সংবাদমাধ্যমও।

দেবলীনা, জয়িতা পুলিশ মিডিয়ার সমবেত হুঙ্কারবে আদৌ ভীত হয়নি, অ্যারেস্ট এড়াতে আত্মগোপনও করেনি—বরং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক প্রশ্নটিকে সামনে তুলে ধরেছে। রাষ্ট্র সামান্যতম বিরোধিতা সহ্য করতে নারাজ, যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সে দাবী করে শুধু প্রশ্নহীন আনুগত্য ও নির্বোধ সম্মতি। রাষ্ট্রনীতির বিরোধীরা, (যারা সশস্ত্র নয়, যারা মাওবাদীও নয়), তারাও মাওবাদীদের সমতুল্য বিপদজনক।

এই ভয়ানক ফ্যাসিস্ট প্রবণতা গণতন্ত্রের নূন্যতম পরিসরটুকুও বাঁচিয়ে রাখতে দেবে না। চলমান অনির্দিষ্টকালীন অনশন কর্মসূচি এই সংক্ষেপিত গণতান্ত্রিক পরিসরকে টিকিয়ে রাখার এক কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টা। আসুন, সমবেত ভাবে আমাদের ন্যায্য দাবীগুলির পাশে দাঁড়ান।

তারিখ ঃ- ০৭-০৭-১০

দাবী সমূহ ঃ-

১) গণআন্দোলন কর্মীদের 'মাওবাদী' তকমা লাগানো চলবে না।

২) নিশা বিশ্বাস, কণিষ্ক চৌধুরী, মানিক মণ্ডলের নিঃশর্ত মুক্তি চাই।

৩) UAPA বাতিল করতে হবে।

৪) দেবলীনার উপর থেকে মিথ্যা FIR প্রত্যাহার করতে হবে।

মাতঙ্গিনী মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে জয়িতা দাস কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। (৯৮৩০৬৬৬৯৫৫)